দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAR 06 2000
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

শিক্ষা ব্যবস্থা ও কলোরোয়া ট্রাজেডী

মুহম্মদ শাহাব উদ্-দীন

দেশের যে কোন নির্বাচনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাবি হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। সমাজের ধারণা–এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে। ইতিহাসও তাই বলে। কারণ, ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা হয় নির্বাচনে। তাই প্রতিযোগীদের কাছে নির্বাচন কমিশনের আইন-কানুন, ভোটাধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি হয়ে যায় তুচ্ছ। মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়–ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ যেভাবেই হোক না কেন জিততেই হবে, এমন দৃঢ়চেতা (?) মনোভাব। তাই তো দিনে দিনে নির্বাচন হয়ে পড়েছে মাস্তাননির্ভর। কালোটাকার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে নির্বাচন। এক্ষেত্রে গুণগত মানের মূল্যায়ন হয় খুবই কম। দেশপ্রেম বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ত্যাগ-তিতিক্ষা বা নৈতিকতা নেই তো কি হয়েছে? কালোটাকার পাহাড় তো রয়েছে! অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত (বৈধ এবং অবৈধ) মাস্তানবাহিনী তো আছে !! আর দলীয় মনোনয়ন? সেটা তো এ কারণেই পাওয়া যায়। টাকা আর পেশীশক্তিই যেন নির্বাচনে জয়লাভের অন্যতম হাতিয়ার। দলগতভাবে ক্ষমতা দখলের নির্বাচনে এই শ্রেণীর রাজনীতির লেবাসধারীদের কদর তুলনামূলকভাবে বেশী। তাই নির্বাচনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাবি জনগণ দেখে দেখে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের কোন পরীক্ষার দিনে পরীক্ষা কেন্দ্রে এতগুলো অমূল্য প্রাণ বখাটে ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে ঝরে যাবে এটা তো সমাজের প্রত্যাশা ছিল না। এই নারকীয় ঘটনার জন্যে কে কাকে দায়ী করবে? কে কার কাছে জবাবদিহি চাইবে? এটা তো ক্ষমতা দখলের বা রক্ষার কোন নির্বাচন ছিল না। এটা ছিল এসএসসি পরীক্ষা। মেধা যাচাই-এর প্রতিযোগিতা। মানুষের মত মানুষ হবার পথে সিঁড়ির একটা ধাপ অতিক্রম করার পরীক্ষা। এবং তা জাতীয় পর্যায়ে। জ্ঞান তো পেশীশক্তি দিয়ে দখল করার বিষয় নয়। পরীক্ষা কেন্দ্র তো ভোট কেন্দ্র নয় যে এটা দখল করতে হবে। দশ দশটি বছরের দীর্ঘ সাধনার ফলাফল নির্ধারণের এ প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত বাধা-বিঘ্নহীন পরিবেশে। দুর্নীতিমুক্ত নির্মল সুস্থ পরিবেশে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে এটাই স্বাভাবিক। ছাত্রদের তা মৌলিক অধিকারও বটে। তাহলে, এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে 'কলোরোয়া ট্রাজেডী'র জন্ম হলো কেন?

যে শিক্ষার উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ, যে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম তাদের মেধা-মনন-জ্ঞান দিয়ে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে তার এই হাল হবে কেন? পত্রিকার খবরে জানা যায়, দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রেই চলেছে নকলের মহোৎসব। তাহলে আর পরীক্ষা নেওয়া কেন? বিগত বছরগুলোতে গণহারে নকলের দায়ে যে সকল কেন্দ্র-উপকেন্দ্র বাতিল করা হলো–সেগুলোকে আবার কার স্বার্থে, কোন গোষ্ঠীর স্বার্থে, কোন মহাশক্তির কাছে নতি স্বীকার করে পুনরায় চালু করা হলো তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জাতি সঙ্গত কারণেই চাইতে পারে। জাতীয় স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে। আর শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা অব্যাহত রেখে বা ত্বরান্বিত করে জাতীয় কোন স্বার্থ রক্ষা হলো তা বোধগম্য নয়। এবার নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে অনেক কথাই শোনা গিয়েছিল। নকল প্রতিরোধ করতেই নাকি বিরামহীনভাবে পরীক্ষা নেবার রুটিন দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের মানসিক চাপ যে এতে করে কতগুণ বেড়ে গিয়েছে তা কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখলেন না। পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে ঘোষণা এলো—এবার প্রশ্নপত্রের চিরাচরিত ধারা বদল করা হবে। প্রশ্নপত্র এমনভাবে করা হবে যার উত্তর দিতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ বই-ই পড়তে হবে। কারণ কী? কারণ নকল করার সুযোগ কর্তৃপক্ষ নষ্ট করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! উত্তম কথা। তবে এই ঘোষণাই বছরের শুরুতে দিলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কও সৃষ্টি হতো না, আর ওরা মহা ফাঁপরেও পড়তো না। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হলো, ওদেরকে মহা টেনশনে নিক্ষিপ্ত করে নকল প্রতিরোধের এই যে 'তোড়জোড়' দেখানো হলো—তার ফলাফলটা কী দাঁড়ালো? এরপরও ব্যর্থতা কেন? কেন ঘটল এ ধরনের নৃশংস ঘটনা? কর্তৃপক্ষ প্রশ্নপত্রের ধারা তো পাল্টালেন, কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রের চেহারা তো বদলাতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, বহিরাগত নকল সরবরাহকারী অভিভাবক-শিক্ষক ও স্থানীয় এক শ্রেণীর প্রভাবশালী নেতা-মাস্তান-বখাটেদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালো ৪ জন। কোন ইতিবাচক পরিবর্তনই যখন হলো না, তাহলে লাগাতার পরীক্ষার রুটিন রদবদল করার বা দু' পরীক্ষার মাঝে অন্ততঃ একটি দিনের সময় দেবার ছাত্র-ছাত্রীদের আকুল আবেদন-নিবেদন কেন বিবেচনা করা হলো না? এটাই বোধহয় আমলাতান্ত্রিক বিবেক আর কর্মদক্ষতার উৎকৃষ্ট নজীর!

'নকলের মহোৎসব' ও কেন্দ্রে কেন্দ্রে বহিরাগতদের প্রচন্ড ভিড়ের কারণে সংঘটিত এ বীভৎস ঘটনা জাতির বিবেককে কতটুকু নাড়া দিয়েছে, সুশীল সমাজের প্রত্যাশী মানুষকে খুব আহত করেছে। এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে সুন্দর সকালে কোন এক পরীক্ষা কেন্দ্রে অনিয়ম-অব্যবস্থা এবং আমলাতান্ত্রিক ভুয়া তর্জন-গর্জনের কারণে এতগুলো সোনার ছেলে-মেয়ে খুন হলো আর আমরা সকলেই কিনা বলতে গেলে নীরবই রইলাম। কি সরকার, কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কি সুশীল সমাজের কর্ণধার, কি রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী—কেউই কি এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় React করেছেন? নাকি করতে পারছেন না? এ নীরবতা কী এটাকে স্বাভাবিক কোন ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করছে না? অথচ যা ঘটেছে তা অভাবনীয় অকল্পনীয়। তাই আমার শংকা ভবিষ্যৎ ভেবে। ভবিষ্যতে পরীক্ষার দিনে কেন্দ্র দখলের জন্যেই হোক বা পরীক্ষার্থীর মান-ইজ্জত জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্যেই হোক না কেন, অধিক লোকবল এবং নিরাপত্তার অন্যান্য আধুনিক উপকরণও (অস্ত্রশস্ত্র) পরিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে কিনা ইহাও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়ের ধারায় অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে–ভবিষ্যতে পরিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পরীক্ষার হলে কলম-পেন্সিলের সাথে অস্ত্র-শস্ত্র ও লাঠিয়াল বাহিনী আজকালকার রাজনৈতিক পরিভাষায় ক্যাডার বাহিনী!) পাঠানো প্রয়োজন হলেও হয়তো আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা, এই যে শিক্ষা পদ্ধতি আর এই যখন বাস্তবতা তার জন্যে কী দায়ী আমাদের সামাজিক অবক্ষয়? নৈতিকতার অধঃপতন? শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা? প্রশাসনিক অকার্যকারিতা? নাকি সব? আমরা কী একে অপরের উপর দোষ চাপিয়ে এ লজ্জার ভয়াবহতা ও অমোচনীয় কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাব? শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড সমাজ সচেতন মহল–কী জবাব দিবেন? যে প্রাণগুলো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ঝরে গেল তার মূল্য জাতি কী দিয়ে পরিশোধ করবে?

পরীক্ষা কেন্দ্রের চারিদিকে ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও এর কার্যকারিতা কোথায়? পরীক্ষার্থী ছাড়া বহিরাগতরা (অভিভাবক বা অন্য যে কেউ হোক না কেন) কি করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে কেন্দ্রের নিষিদ্ধ ২০০ গজের মধ্যে যেতে পারে? মফস্বল এলাকার কথা বাদই দিলাম। খোদ্ রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের কেন্দ্রগুলোতে সুশৃঙ্খল কোন পরিবেশ পরিলক্ষিত হয় না। আমার কনিষ্ঠ কন্যা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। ওকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে এবং বাসায় নিয়ে আসতে আমাকে কেন্দ্রস্থলে যেতে হচ্ছে। পত্র-পত্রিকা মারফত প্রথমদিনের মর্মান্তিক ঘটনার খবরাখবর জানার পর ভেবেছিলাম ঢাকাসহ সারাদেশের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে হয়তো বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি কড়াকড়িভাবে কার্যকর করা হবে। কিন্তু, আজকে পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনেও মেয়েকে পরীক্ষা হলে পৌঁছে দিতে ও নিয়ে আসতে গিয়ে একই দৃশ্য অবলোকন করতে হয়েছে। বরঞ্চ ভীড় গত দিনের তুলনায় আরও অনেক বেশী। অভিভাবক ও বহিরাগতদের প্রচন্ড ভীড় ঠেলে প্রতিটি পরীক্ষার্থীকেই বহুত কষ্টে কেন্দ্রের গেট অতিক্রম করতে হচ্ছে। আর পরীক্ষা শেষের দৃশ্য তো অবর্ণনীয়। এ সময়ে গেট খোলে দেবার কারণে অভিভাবক ও বহিরাগতদের ভীড় একেবারে হলের দোরগোড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। হল থেকে বেরিয়ে পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে যে গেট পার হয়ে আসবে তার উপায় নেই। প্রচন্ড ভীড়ে পরীক্ষার্থী খুঁজে বের করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এটাকে কী আমি স্বাভাবিক পরিস্থিতি বলবো?

পরীক্ষা কেন্দ্রে স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতেই প্রশাসন যেখানে অসহায় বা ব্যর্থ, সেখানে শিক্ষা বোর্ডগুলো এমনতর লাগাতার পরীক্ষার রুটিন দিয়ে এবং অসময়ে প্রশ্নপত্রের ধারায় পরিবর্তনের ঘোষণার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি করার যৌক্তিকতা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে তা বোধগম্য নয়।

যারা গণতন্ত্র উন্নয়ন শান্তির জন্যে মায়া কান্না কাঁদেন, যারা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ধোঁয়া তুলে সব গেল সব গেল বলে গলা ফাটান, যারা সুশীল সমাজ গঠনের প্রত্যয় ঘোষণাতে দ্বীধা করেন না–তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে চলে আসা এ অরাজকতা-অবক্ষয়ের বিষয়টি, সর্বোপরি এবারের এই পৈশাচিক উন্মাদনার ঘটনাটিকে কীভাবে দেখছেন বা দেখবেন, তা সামগ্রিকভাবে এখন পর্যন্তও জানা গেল না। সমগ্র জাতি স্তম্ভিত, মর্মাহত। দলাদলির গলাবাজি, অসুস্থ রাজনৈতিক ধারা আর ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে সোচ্চার প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও জাতীয় স্বার্থ-রক্ষার্থে সে ঝড়ের কোন লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। নকলবাজির ভয়াবহতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার সামাজিক আন্দোলন অনুপস্থিত এর চাইতে লজ্জাকর আর কী হতে পারে?

আজকে সকলকেই ভাবতে হবে কোন শিক্ষা পদ্ধতিতে মেধা যাচাই-এর প্রতিযোগিতা শুধু মেধা দিয়েই মোকাবিলা করা যাবে। লোকবল, নকল বা সন্ত্রাস নিয়ে নয়। আরও ভাবতে হবে কীভাবে গতিশীল কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গণসচেতনতা বাড়ানো যাবে। এখানে দলাদলির প্রশ্ন নয়, ক্ষমতা দখল বা রক্ষার প্রশ্নও নয়। জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নেই এ ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও তার বাস্তব প্রয়োগের নিশ্চয়তা খুবই জরুরী। শিক্ষা ক্ষেত্রে থেকে সকল প্রকার নৈরাজ্য-অরাজকতা-নৈতিকতা বিবর্জিত কার্যকলাপ সমূলে উৎপাটনের প্রশ্নেও কি আমরা ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হবো?

আজকে সকলকেই ভাবতে হবে কোন শিক্ষা পদ্ধতিতে মেধা যাচাই-এর প্রতিযোগিতা শুধু মেধা দিয়েই মোকাবিলা করা যাবে। লোকবল, নকল বা সন্ত্রাস নিয়ে নয়। আরও ভাবতে হবে কীভাবে গতিশীল কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি গণসচেতনতা বাড়ানো যাবে। এখানে দলাদলির প্রশ্ন নয়, ক্ষমতা দখল বা রক্ষার প্রশ্নও নয়। জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নেই এ ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও তার বাস্তব প্রয়োগের নিশ্চয়তা খুবই জরুরী। শিক্ষা ক্ষেত্রে থেকে সকল প্রকার নৈরাজ্য-অরাজকতা-নৈতিকতা বিবর্জিত কার্যকলাপ সমূলে উৎপাটনের প্রশ্নেও কি আমরা ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হবো?

৪ঠা মার্চ, ২০০০